বনফুলের গল্পসমগ্র

শ্রীবলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

বাড়তি মাশুল

একেই বলে বিড়ম্বনা।

আমি একজন ডেলি প্যাসেঞ্জার। সেদিন সমস্ত দিন আপিসে কলম পিষে ঊর্ধ্বশ্বাসে হাওড়ায় এসে লোকাল ট্রেনের একখানি থার্ড ক্লাসে ব'সে হাঁপাচ্ছি –এমন সময় দেখি সামনের প্লাটফর্ম থেকে বোম্বে মেল ছাড়ছে আর তারই একটি কামরায় এমন একখানি মুখ আমার চোখে প'ড়ে গেল যাতে আমার সমস্ত বুক আশা আনন্দে দুলে উঠল।

বহুদিন আগে আমার এক ছেলে তারকেশ্বরে মেলা দেখতে গিয়ে ভিড়ে কোথায় হারিয়ে যায় –আর ফেরে নি। অনেক খোঁজ-খবর করেছিলাম, কিছুতেই কিছু হয় নি। ভগবানের ইচ্ছা ব'লে মনকে প্রবোধ দিয়েছিলাম। আজ হঠাৎ তারই মুখখানি–হ্যাঁ, ঠিক সেই মুখটিই বোম্বে মেলের একটা কামরায় দেখতে পেলাম।

আর কি থাকতে পারি ?

তাড়াতাড়ি গিয়ে বোম্বে মেলে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে মেলও ছেড়ে দিলে। ট্রেনে উঠে আবার ভাল ক'রে দেখলাম–হ্যাঁ, ঠিক সেই। পাশে একটি বৃদ্ধও ব'সে আছেন।

BANGLADARSHAN.COM

ভয়ে ভয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলাম –"এতদিন কোথায় ছিলি ? আমাকে চিনতে পারিস ?"

হা ঈশ্বর–সে উত্তর দিলে হিন্দীতে। "হামারা নাম পুঁছতে হেঁ ? কেঁও ? হামারা নাম মহাদেও মিসর, ঘর ছাপরা জিলা।" সমস্ত মনটা ভেঙে গেল–মনে হ'ল যেন দ্বিতীয়বার আমি পুত্রহারা হলাম।

বৃদ্ধটি বললেন–"হামারা লেড়কা হ্যায় বাবুজি, আপ কেয়া মাঙতে হেঁ ?"

রুদ্ধকণ্ঠে বললাম–"কিছু না।"

বেহারী ছাপরাবাসী পিতাপুত্রকে বিস্মিত ক'রে দু-ফোঁটা চোখের জলও আমার শুষ্ক শীর্ণ গালের উপর গড়িয়ে পড়ল।

বর্ধনামে নামলাম।

আবার Excess fare–বাড়তি মাশুল দিতে হ'ল।

চোখ গেল

সাধারণের চোখে হয়তো সে সুশ্রী ছিল।

আমিও তাহাকে যে খুব সুন্দরী মনে করিতাম তাহা নহে ; কিন্তু তাহাকে ভালবাসিতাম। তাহার চোখ দুইটিতে যে কি ছিল তাহা জানি না। দুষ্টু বলিয়াও তাহার অখ্যাতি ছিল।

সেই কুরূপা এবং চঞ্চলা মিনি আমার চিত্ত-হরণ করিয়াছিল। তাহার চোখ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

মনে আছে তাহাকে একদিন নিভৃতে আদর করিয়া বলিয়াছিলাম – "ইচ্ছে করে তোমার চোখ দুটো কেড়ে রাখি।"

"কেন ?"

"ওই দুটোই তো আমাকে পাগল করেছে। আমি সব চেয়ে ওই দুটোকেই ভালবাসি।"

এত ভালবাসিতাম, কিন্তু তবু তাহাকে পাই নাই।

অজ্ঞাতপরিচিত আর একজন আসিয়া বাজনা বাজাইয়া সমারোহ করিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল।

প্রাণে বড় বাজিল।

BANGLADARSHAN.COM

কিন্তু সে বেদনা হয়তো মুছিয়া যাইত, যদি সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মর্মান্তিক ঘটনা না ঘটিত।

মিনি যখন বাপের বাড়ি আসিল, দেখি, তাহার দুইটি চক্ষুই অন্ধ। কারণ শোনা গেল যে, চোখে গোলাপ জল দিতে গিয়া সে ভুলক্রমে আর একটা ঔষধ দিয়া ফেলিয়াছে।

আমার সঙ্গে আড়ালে একদিন দেখা হইয়াছিল।

বলিলাম – "অসাবধানতার জন্যে অমন দুটি চোখ গেল !"

সে উত্তর দিল – "কেন যে গেল তা যদি না বুঝতে পেরে থাক, তা হ'লে না জানাই ভাল।"

অমলা

অমলাকে আজ দেখতে আসবে। পাত্রের নাম অরুণ। নাম শুনেই অমলার বুকটিতে যেন অরুণ আভা ছড়িয়ে গেল। কল্পনায় সে কত ছবিই না আঁকলে ! সুন্দর, সুশ্রী, যুবা, বলিষ্ঠ, মাথায় টেরি, গায়ে পাঞ্জাবী –সুন্দর সুপুরুষ।

অরুণের ভাই বরুণ তাকে দেখতে এল। সে তাকে আড়াল থেকে দেখে ভাবলে –'আমার ঠাকুরপো।'

মেয়ে দেখা হয়ে গেল। মেয়ে পছন্দ হয়েছে। এ কথা শুনে অমলার আর আনন্দের সীমা নেই। সে রাত্রে স্বপ্নই দেখলে।

বিয়ে কিন্তু হ'ল না–দরে বনল না।

দুই

আবার কিছুদিন পরে অমলাকে দেখতে এল। এবার পাত্র স্বয়ং। নাম হেমচন্দ্র। এবার অমলা লুকিয়ে আড়াল থেকে দেখলে, বেশ শান্ত সুন্দর চেহারা –ধপ্‌ধপে রঙ–কোঁকড়া চুল–সোনার চশমা–দিব্যি দেখতে।

আবার অমলার মন ধীরে ধীরে এই নবীন আগন্তুকের দিকে এগিয়ে গেল।

BANGLADARSHAN.COM

ভাবলে–কত কি ভাবলে !

এবার দরে বনল ; কিন্তু মেয়ে পছন্দ হ'ল না।

তিন

অবশেষে মেয়েও পছন্দ হ'ল–দরেও বনল–বিয়েও হ'ল। পাত্র বিশ্বেশ্বরবাবু। মোটা কালো গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক–বি. এ. পাস, সদাগরী আপিসে চাকরী করেন।

অমলার সঙ্গে যখন তাঁর শুভদৃষ্টি হ'ল, তখন কি জানি কেমন একটা মায়ায় অমলার সারা বুক ভ'রে গেল। এই শান্ত শিষ্ট নিরীহ স্বামী পেয়ে অমলা মুগ্ধ হ'ল।

অমলা সুখেই আছে।

খেঁদি

তখন সবে সন্ধ্যা। মালতী ঘরে এসে প্রদীপটা জ্বালতেই তার স্বামী ব'লে উঠল –"লতি আমি একটা নাম ঠিক করেছি।"

"কি ?"

"ওই যে তুমি বললে–'কি' !"

"তার মানে ?"

"ইংরিজী Key মানে চাবি আর বাংলা 'কি' –একটা প্রশ্ন। মেয়েমানুষের পক্ষে বেশ মানানসই নাম হবে।"

"এখন কোথায় কি তার ঠিক নেই, এখন থেকেই নামকরণ ! আর আমার মেয়েই হবে জানলে কি ক'রে ? ও জ্যোতিষীর কথায় আমার একটুও বিশ্বাস নেই।"

"না না, ঠিক মেয়ে হবে–দেখো তুমি। আমাদের শ্যামবাবু জাগ্রত জ্যোতিষী।"

"ধর যদি মেয়েই হয়, তা ব'লে ওই নাম রাখতে হবে ? কত সব ভাল নাম আছে –"

"যথা, শরৎশশী, নিভাননী, ইন্দুবালা, প্রতিভা, সুধা, আশালতা –এই সব তো ? সব বাজে –পুরনো, সেকেলে, একঘেয়ে। আমার মেয়ের নাম হবে একেবারে নতুন।"

BANGLADARSHAN.COM

মালতীর প্রসব হবার দু'মাস পূর্বে তার স্বামী কলেরায় মারা গেল। প্রসব হতে গিয়ে মালতীও মারা গেল। জ্যোতিষীর কথা ফলেছিল–মালতীর মেয়েই হয়েছিল। সে এখন তার মামার বাড়ি সোনারপুরে মানুষ হচ্ছে। তাঁরা তার নাম রেখেছেন, "খেঁদি।"

পারুল-প্রসঙ্গ

“ও কি তোমাদের মত উপায় ক’রে খাবে নাকি ?”

“উপায় ক’রে না খাক—তা ব’লে মাছ দুধ চুরি ক’রে খাওয়াটা—”

“আমার ভাগের মাছ দুধ আমি ওকে খাওয়াব।”

“সে তো খাওয়াচ্ছই—তা ছাড়া যে চুরি করে। এ রকম রোজ রোজ —”

“বাড়িয়ে বলা কেমন তোমার স্বভাব। রোজ রোজ খায় ?”

“যাই হোক, আমি বেড়ালকে মাছ দুধ গেলাতে পারব না। পয়সা আমার এত সস্তা নয়।”

এই বলিয়া ক্রুদ্ধ বিনোদ সমীপবর্তিনী মেনি মার্জারীকে লক্ষ্য করিয়া চটিজুতা ছুঁড়িল। মেনি একটি ক্ষুদ্র লম্ফ দিয়া মারটা এড়াইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পারুলবালাও চক্ষে আঁচল দিয়া উঠিয়া গেলেন। বিনোদ খানিকক্ষণ গুম্ হইয়া রহিল। কতক্ষণ আর থাকা যায় ? অবশেষে তাহাকেও উঠিতে হইল। সে আসিয়া দেখে, পশ্চিম বারান্দায় মাদুর পাতিয়া অভিমানে পারুলবালা ভূমিশয্যা লইয়াছেন।

বিনোদ জিনিসটা লঘু করিয়া দিবার প্রয়াসে একটু হাসিয়া বলিল —“কি করছ ছেলেমানুষি ! আমি কি সত্যি সত্যি তোমার বেড়াল তাড়িয়ে দিচ্ছি ?”

BANGLADARSHAN.COM

পারুল নিরুত্তর।

বিনোদ আবার কহিল—“চল চল, তোমার বেড়ালকে মাছ-দুধই খাওয়ানো যাক।”

পারুল বলিলেন—“হ্যাঁ, সে তোমার মাছ খাওয়ার জন্যে ব’সে আছে কি না ? তাড়াবেই যদি, এই অন্ধকার রাত্রে না তাড়ালে চলছিল না ?”

“আচ্ছা, আমি খুঁজে আনছি তাকে—কোথায় আর যাবে ?”

বিনোদ লণ্ঠন হাতে বাহির হইয়া গেল। এদিক ওদিক রাস্তাঘাট জামগাছতলা প্রভৃতি চারিদিকে খুঁজিল, কিন্তু মেনির দেখা পাইল না। নিরাশ হইয়া অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, পারুল ঠিক তেমনি ভাবেই শুইয়া আছেন।

“কই, দেখতে পেলাম না তো বাইরে ! সে আসবে ঠিক। চল, ভাত খাইগে চল।”

“চল, তোমাকে ভাত দিই, আমার আজ ক্ষিদে নেই।”

“হাঙ্গার স্ট্রাইক করবে না কি ?”

পারুল আসিয়া রান্নাঘরে যাহা দেখিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই –কড়ায় একটুও দুধ নাই, ভাজা-মাছগুলি অন্তর্হিত, ডালের বাটিটা উল্টানো।

এই বিসদৃশ ব্যাপার দেখিয়া পারুল তো অপ্রস্তুত।

বিনোদ এ-সম্বন্ধে আর আলোচনা করা নিরাপদ নয় ভাবিয়া যাহা পাইল খাইতে বসিয়া গেল।

পারুলবালাও খাইলেন।

উভয়ে শুইতে গিয়া দেখে, মেনি কুণ্ডলী পাকাইয়া আরাম করিয়া তাহাদের বিছানায় ঘুমাইতেছে।

BANGLADARSHAN.COM

আত্ম-পর

সারা সকালটা খেটেখুটে দুপুরবেলায় দক্ষিণ দিকের বারান্দায় একটা বিছানা পেতে একটু শুয়েছি। তন্দ্রাটি যেই এসেছে, অমনি মুখের উপর ধপ্ ক'রে কি একটা পড়ল। তাড়াতাড়ি উঠে দেখি, একটা কদাকার কুৎসিত পাখির ছানা। লোম নেই, ডানা নেই, কিম্ভুতকিমাকার ! রাগে ও ঘৃণায় সেটাকে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। কাছেই একটা বেড়াল যেন অপেক্ষা করছিল –টপ্ ক'রে মুখে ক'রে নিয়ে গেল। শালিক পাখিদের আর্তরব শোনা যেতে লাগল।

আমি এপাশ-ওপাশ ক'রে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

তারপর চার-পাঁচ বছর কেটে গেছে।

আমাদের বাড়িতে হঠাৎ একদিন আমারই বড় আদরের একমাত্র ছেলে শচীন সর্পাঘাতে মারা গেল। ডাক্তার কবরেজ ওঝা বদ্যি –কেউ তাকে বাঁচাতে পারলে না। শচীন জন্মের মত আমাদের ছেড়ে চ'লে গেল।

বাড়িতে কান্নার তুমুল হাহাকার !

ভিতরে আমার স্ত্রী মূর্ছিত অজ্ঞান। তাঁকে নিয়ে বাড়ির কয়েকজন শশব্যস্ত হয়ে উঠেছে। বাইরে এসে দেখি, দড়ির খাটিয়ার ওপর শুইয়ে বাছাকে নিয়ে যাবার আয়োজন হচ্ছে।

BANGLADARSHAN.COM

তখন বহুদিন পরে –কেন জানি না সেই পাখির ছানাটার কথা মনে প'ড়ে গেল।

সেই চার-পাঁচ বছর আগে নিস্তব্ধ দুপুরে বেড়ালের মুখে সেই অসহায় পাখির ছানাটি আর তার চারিদিকে পক্ষীমাতাদের আর্ত হাহাকার।

হঠাৎ যেন একটা অজানা ইঙ্গিতে শিউরে উঠলাম।

এক ফোঁটা গল্প

রামগঞ্জের জমিদার শ্যামবাবু যে খেয়ালী লোক তা জানতাম। কিন্তু তাঁর খেয়াল যে এতদূর খাপছাড়া হতে পারে তা ভাবি নি। সেদিন সকালে উঠেই এক নিমন্ত্রণপত্র পেলাম। শ্যামবাবু তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে সবান্ধবে নিমন্ত্রণ করেছেন। চিঠি পেয়ে আমার মেন কেমন যেন একটু খটকা লাগল। ভাবলাম, শ্যামবাবুর মায়ের অসুখ হ'ল অথচ আমি একটা খবর পেলাম না ! আমি হলাম এদিককার একমাত্র ডাক্তার।

যাই হোক, নিমন্ত্রণ যখন করেছেন তখন যেতেই হবে। গেলাম। গিয়ে দেখি, শ্যামবাবু গলায় কাচা নিয়ে সবাইকে অভ্যর্থনা করছেন। তাঁর মুখে একটা গভীর শোকের ছায়া। আমাকে দেখেই বললেন –"আসুন ডাক্তারবাবু, আসতে আজ্ঞা হোক।"

দু-চার কথার পর জিজ্ঞাসা করলাম –"আপনার মায়ের হয়েছিল কি ?"

শ্যামবাবু একটু বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলেন –"ও, আপনি শোনেন নি বুঝি ? আমার মা তো আমার ছেলেবেলাতেই মারা গেছেন, তাঁকে আমার মনেও নেই। ইনি আমার আর এক মা –সত্যিকারের মা ছিলেন।"

ভদ্রলোকের গলা কাঁপতে লাগল।

BANGLADARSHAN.COM

আমি বললাম–"কি রকম ? কে তিনি ?"

তিনি বললেন–"আমার মঙ্গলা গাই। আমার মা কবে ছেলেবেলায় মারা গেছেন মনে নেই, সেই থেকে ওই গাছটিই তো দুধ খাইয়ে আমাকে এত বড় করেছে। ওরই দুধে আমার দেহ-মন পুষ্ট। আমার সেই মা আমায় এতদিন পড়ে ছেড়ে গেলেন ডাক্তারবাবু।"

এই ব'লে তিনি হু-হু ক'রে কেঁদে ফেললেন।

আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

সার্থকথা

আমার অতীত জীবনের দিকে চাহিয়া দেখি, আর আমার দুঃখ হয়। সে যেন একটা সুখ-স্বপ্ন ছিল। সেই আমার অতীত জীবনের স্মৃতি—আজ সত্য সত্যই স্মৃতি-মাত্র। মাঝে মাঝে মনে হয়, সে জীবন গেল কোথায় ? সেই শোভন, সুন্দর, মোহন জীবন ?

একদিন আমার রূপ ছিল, সৌরভ ছিল, মধু ছিল। আমার সেই সুষমার দিনে কত মধুলুব্ধ ভ্রমরই না আমার কানে কানে বন্দনার স্তুতিগান তুলিয়াছে ! —

এই আকাশ বাতাস আলো একদিন কতই না ভালো লাগিয়াছে ! একদিন ইহাদের লইয়া সত্যই আমি পাগল হইয়া থাকিতাম—আজ কোথায় গেল আমার সেই পাগলামি—সেই সহজ উন্মাদনা—ছন্দময়ী ভাল-লাগার নেশা ! আজ কই তারা সব ?

আজ আমি পরিপক্ব, অভিজ্ঞ। আমার সেই অতীতের তরল অনুভূতি জমিয়া যেন কঠিন হইয়া গিয়াছে।

আমার আজ কেবলই মনে হইতেছে, আমার অতীত আর ফিরিবে না জানি —কিন্তু ভবিষ্যৎ ? সে কেমন, কি জানি ! আমার আনন্দময় অতীতকে হারাইয়া আজ এই যে পরিপক্ব অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছি —ইহার পরিণতি কি ? ইহার সার্থকতা কোথায় ?

BANGLADARSHAN.COM

গাছের একটা পাকা ফল এই সব ভাবিতেছিল। হঠাৎ বাতাসের দোলায় মাটিতে পড়িয়া গেল। —একটি পাখি আসিয়া ঠোঁটে করিয়া ফলটি লইয়া একটি ডালে বসিল এবং পরম আনন্দে ঠোকরাইয়া খাইতে লাগিল।

অজান্তে

সেদিন আপিসে মাইনে পেয়েছি।

বাড়ি ফেরবার পথে ভাবলাম, 'ওর' জন্যে একটা বডিস্ কিনে নিয়ে যাই। বেচারী অনেক দিন থেকেই বলছে।

এ-দোকান সে-দোকান খুঁজে জামা কিনতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। জামাটি কিনে বেরিয়েছি, বৃষ্টিও আরম্ভ হ'ল। কি করি—দাঁড়াতে হ'ল। বৃষ্টিটা একটু ধরতে, জামাটি বগলে ক'রে ছাতাটি মাথায় দিয়ে যাচ্ছি। বড় রাস্তাটুকু বেশ এলাম। তার পরই গলি, তাও অন্ধকার।

গলিতে ঢুকে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি —অনেক দিন পরে আজ নতুন জামা পেয়ে তার মনে কি আনন্দই না হবে ! আজ আমি—

এমন সময় হঠাৎ একটা লোক ঘাড়ে এসে পড়ল। সেও প'ড়ে গেল, আমিও প'ড়ে গেলাম —জামাটা কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল।

আমি উঠে দেখি, লোকটা তখনও ওঠে নি —ওঠবার উপক্রম করছে। রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্ব'লে গেল, মারলাম এক লাথি।

BANGLADARSHAN.COM

"রাস্তা দেখে চলতে পার না শূয়ার ?"

মারের চোটে সে আবার প'ড়ে গেল, কিন্তু কোনও জবাব করলে না। তাতে আমার আরও রাগ হ'ল, আরও মারতে লাগলাম।

গোলমাল শুনে পাশের বাড়ির এক দুয়ার খুলে গেল। লণ্ঠন হাতে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্যাপার কি মশাই ?"

"দেখুন দিকি মশাই—রাস্কেলটা আমার এত টাকার জামাটা মাটি ক'রে দিলে ! কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে একেবারে। পথ চলতে জানে না, ঘাড়ে এসে পড়ল —"

"কে—ও ? ওঃ, থাক্ মশাই, মাপ করুন, ওকে আর মারবেন না। ও বেচারা অন্ধ বোবা ভিখারী, এই গলিতেই থাকে—"

তার দিকে চেয়ে দেখি, মারের চোটে সে বেচারা কাঁপছে —গাময় কাদা, আর আমার দিকে কাতরমুখে অন্ধদৃষ্টি তুলে হাত দুটি জোড় ক'রে আছে।

বেচারামবাবু

হরিশ মুদি সন্ধ্যাবেলা হিসাব বুঝাইয়া গেল যে, গত মাসের পাওনা ২৭ টাকা ৯ আনা ৫ পয়সা হইয়াছে এবং তাহা অবিলম্বে মিটাইয়া দেওয়া দরকার। সদ্য-আপিস-প্রত্যাগত বেচারামবাবু বলিলেন –"আচ্ছা, মাইনেটা পেলেই–।" অতঃপর কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া বেচারাম বাহিরের রোয়াকটিতে বসিয়া হাঁক দিলেন –"ওরে, চা আন্।" চা আসিল। চা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার হরিবাবু, নবীন রায়, বিধু ক্লার্ক প্রভৃতি চার-পাঁচজন ভদ্রলোকও সমাগত হইলেন এবং সমবেতভাবে গল্প-গুজব সহযোগে চা পান চলিতে লাগিল।

গল্প চলিতেছে। এমন সময় বেচারামবাবুর ছোট মেয়ে পুঁটি আসিয়া উপস্থিত –"বাবা, দুখানা চিঠি এসেছে আজ ডাকে। আনব ?"

পুঁটির ছোট বোন টুনিও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। সে কহিল –"আমি আনব বাবা ?" বেচারামবাবু মীমাংসা করিয়া দিলেন–"আচ্ছা, দুজনে দুটো আনো।"

শ্রীযুক্ত বেচারাম বক্‌সির পাঁচ কন্যা এবং দুই পুত্র।

পুঁটি ও টুনি দুইজনে পত্র বহন করিয়া আনিল। প্রথম পত্রখানি বেচারামবাবুর প্রবাসী পুত্র বহরমপুর হইতে লিখিতেছে–তাহার কলেজ ফী, হস্টেল চার্জ প্রভৃতি লইয়া এ মাসে ৫৫ চাই। দ্বিতীয় পত্রটি তাঁহার কন্যা শ্বশুরবাড়ি হইতে লিখিয়াছে যে, গত বৎসর ভাল করিয়া পূজার তথ্ব করা হয় নাই বলিয়া তাহাকে অনেক খোঁটা সহ্য করিতে হইয়াছিল ; এবার যেন পূজার তত্ত্বে কার্পণ্য করা না হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে শ্বশুরবাড়িতে তিষ্ঠানো দায় হইবে।

BANGLADARSHAN.COM

বেচারামবাবু চিন্তিত মুখে পত্র দুইটি পকেটস্থ করিলেন।

আবার গল্প চলিল। নবীন রায় একটা পান মুখে পুরিয়া কহিলেন, "তোমার মেজ মেয়ের বিয়ের কচ্ছ কি ? বিয়ে না দিলে আর ভাল লাগে দেখাচ্ছে না।"

বেচারাম কহিলেন–"পাত্র একটি দেখ না !"

নবীন তদুত্তরে বলিলেন–"পাত্র একটি আছে। খাঁইও খুব বেশী নয়। ৫০১ নগদ, তেত্রিশ ভরি সোনা আর বরাভরণ। এমন কিছু বেশী নয় আজকালকার দিনে।"

ঘামিয়া বেচারাম উত্তর দিলেন–"তা বটে।"

ক্রমে সভাভঙ্গ হইল। বেচারামবাবু অন্দরে গেলেন। ভিতরে গিয়া আহারে বসিতেই গৃহিণী হরিমতি কাছে আসিয়া বসিলেন এবং নানা কথার পর বলিলেন –

"বিনোদের মুখে মাসীমা খবর পাঠিয়েছেন যে, কাল তিনি আসবেন। কিছু আলোচাল আর এক সের দুধের কথা ব'লে দিও তা হ'লে কাল থেকে। তিনি আফিং খান জান তো ?"

শুইতে গিয়া দেখিলেন, ছেলেমেয়েরা ঘুম ভাঙিয়া কাঁদিতেছে। বলিলেন –"কি হ'ল এদের ?"

স্ত্রী বলিলেন–"হবে না ? শীত প'ড়ে গেছে –কারো গায়ে একটা জামা নেই। লেপটাও ছিঁড়ে গেছে। সেই পাঁচ বছর আগে করানো হয়েছিল, ছিঁড়বে না আর ! তোমাকে তো ব'লে ব'লে হার মেনেছি। কি আর করব বল ?"

বেচারাম এবার আর কিছুই বলিলেন না। শুধু টেবিলের উপর আলোটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। মোমবাতিটা পুড়িয়া পুড়িয়া প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে।

BANGLADARSHAN.COM

সমাধান

আকাশ নীল, বাতাস স্নিগ্ধ সুন্দর এবং আমার নাম নীহাররঞ্জন হওয়া সত্ত্বেও আমার বিবাহ হইল পাক্‌ড়াগ্রামবাসিনী ক্ষান্তমণি নাম্নী এক পল্লীবালার সহিত এবং বৎসরান্তে তিনি একটি কন্যারত্ন প্রসব করিয়া তাহার নাম রাখিয়া দিলেন –বুঁচি। নামকরণটিতে একটু আপত্তি করিয়াছিলাম। তাহাতে বাড়ির এবং পাড়ার সকলে সত্য কথাই বলিল –"এই কালো কুচ্ছিৎ মেয়ে, তার নাম পুষ্পমঞ্জরী দিবি নাকি ? তোর যত সব অনাছিষ্টি–"

মেয়েটা কুৎসিতই ছিল। রঙ তো কালোই, একটা চোখ ছোট আর একটা বড়, তা ছাড়া কি রকম যেন বোকাহাবা ধরনের –মুখে সর্বদাই লালা ঝরে ! পুষ্পমঞ্জরী নাম দেওয়া চলে না তা ঠিক।

বছর দুই পরে।

ক্ষান্তমণি বুঁচিকে লইয়া বাপের বাড়ি গিয়াছেন। সেদিন রবিবার, কাহারও কাজকর্ম নাই –চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া নানা আলোচনা চলিতেছে। হঠাৎ আমার কথাই উঠিয়া পড়িল।

নৃপেন বলিল–"এই দেখ না নীহারের অদৃষ্ট। হ'ল যদি একটা মেয়ে, তাও আবার এমন কদাকার –"

শ্যাম বোস বললেন–"তা আবার বলতে ! বিয়ে দেবার সময় নাকের জলে চোখের জলে হতে হবে আর কি ! টাকা চাই প্রচুর।"

BANGLADARSHAN.COM

হারু খুড়ো তামাকটাতে দুইটা টান দিয়া কহিলেন –"আরে ভাই, আজকাল আবার শুধু টাকা হলেই হয় না, লোকে টাকাও চায় –রূপও চায় যে। চোখ দুটো ছোট বড় হয়েই আরও মুশকিল কিনা, কি যে হবে –"

সকলেরই ঘোরতর দুশ্চিন্তা।

এমন সময় পিওন আসিয়া আমাকে একখানা চিঠি দিয়া গেল।

নৃপেন বলিল–"কার চিঠি হে ?"

আমি চিঠিটা পড়া শেষ করিয়া বলিলাম –"বউ লিখেছে –বুঁচি মারা গেছে কাল।"

ভৈরবী ও পূরবী

কাননে একটি ফুল ফুটিল—যেন বনলক্ষ্মীর রচিত একটি কবিতা। গন্ধে বর্ণে ছন্দে অপরূপ। ফুল চাহিয়া দেখিল, তাহার চারিদিকে আনন্দের উৎসব লাগিয়াছে। আকাশে বাতাসে আলোতে যেন কিসের আকুলতা ! বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া তাহার চোখে পলক পড়ে না।

আকাশের নীলে ভরিল নয়ন
আলোর সোহাগে আকুল তনু,
রূপসী ঊষার সোনার পরশে
হরষে ভরিল প্রতিটি অণু।

কে যেন কহিছে "বনলক্ষ্মীর
স্বপ্ন যে তুমি ধরেছ কায়া
তাই বন-ভরি বাজে আশাবরী
আলোতে লেগেছে রঙিন মায়া।"

গুঞ্জন তুলিয়া কে যেন তাহার কানে কানে কহিল—

BANGLADARSHAN.COM

অঙ্গ ভরিয়া এনেছ বর্ণ
এঁকেছ নয়নে মোহন ছবি—
আঁখি তুলে চাও আজি এ প্রভাতে
এসেছি যে আমি তোমারি কবি।

চকিত হইয়া ফুল কহিল—"কে তুমি ?"

"আমি ভ্রমর।"

"কি চাও ?"

ভ্রমর কহিল—

কি যে চাই সখি জানি না তো তাই
তবে মনে হয় আজিকে প্রাতে
এতটুকু মধু দিতে যদি তুমি
তোমার রঙিন সোহাগ সাথে !

মুখ তুলে সখি আঁখি মেলে চাও
বিফল ক'রো না এমন আলো,

গুণ্ঠন খোলো একবার ওগো
তোমারেই আমি বেসেছি ভালো।

এই শুনিয়া ফুলের হঠাৎ কেমন লজ্জা হইল, সে মাথা নত করিল। বৃন্তের উপর সে তার সরমশঙ্কিত দেহকে যেন লুপ্ত করিয়া দিতে হয়। অলি ঘুরিয়া ফিরিয়া গাহিতে লাগিল –

গুণ্ঠন খোলো ওগো কাননিকা
ব্যর্থ ক'রো না এমন আলো।
গুণ্ঠন খোলো গুণ্ঠন খোলো
তোমারেই আমি বেধেছি ভালো।

ফুল কিন্তু কিছুতেই গুণ্ঠন খুলিতে পারিল না। অপরিসীম লজ্জায় যেন তাহার সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট অবশ হইয়া আসিল। তাহার হৃদয়ের দ্বারে কে যেন মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল –"না, না, না–না–না"

অবশেষে ভ্রমর কহিল–"তবে যাই।"

এমন আলো এমন বাতাস হয়তো আবার উঠবে না,
যদিই ওঠে হয়তো তখন বন্ধু এমন জুটবে না।
এই যে প্রাতে ওই রবিতে
গান ধরেছে ভৈরবীতে
হয়তো তাতে আর কোনদিন এই মাধুরী ফুটবে না।

BANGLADARSHAN.COM

ভ্রমরের গুঞ্জন দূর হইতে সুদূরে মিলাইয়া গেল।

ভ্রমর যখন চলিয়া গেল তখন, কি আশ্চর্য, ফুলটির যেন ঘুম ভাঙিল। তাহার মর্মের মাঝখানে যেন গুঞ্জন গানে বাজিতে লাগিল–

গুণ্ঠন খোলো একবার ওগো
তোমারেই আমি বেসেছি ভালো।

তাহার রঙিন পাপড়ি গন্ধ জাগিয়া উঠিল। নিশ্বাস ফেলিয়া সে প্রার্থনা জানাইতে চায় –"আহা, সে যদি আর একবার!" কিন্তু সে আসিল না। কুসুমের প্রাণের কামনায় প্রভাত-সমীরণ মদির হইয়া গেল। প্রভাত বহিয়া গেল, দ্বিপ্রহরও উত্তীর্ণ হইল, সন্ধ্যা হয়-হয়; কিন্তু কোথা সে, যার ধ্যানে।

অঙ্গ ভরি অবিরাম উঠিছে উচ্ছ্বসি'
ছন্দ-ভরা ঘন গন্ধভার
যার গানে মুখরিত গগন-পবন
মুখরিত আলো-অন্ধকার!

কই সে ? সে তো আর আসিল না। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিল।

ছোট ফুলটির আঁধারে আলো জ্বালাইয়া জোনাকি আসিল।

ম্লান কণ্ঠে ফুল তাহাকে শুধায়—"কে ভাই তুমি ?"

"আমি জোনাকি।"

আগ্রহভরে ফুল জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি তাকে চেন কি ?"

"কাকে ?"

"যে আমায় আজ সকালে গানে গানে বলেছিল—'গুণ্ঠন খোলো', তার আশায় আজ সারাদিন ব'সে আছি। সে তো আর এল না। তুমি তাকে চেন কি ?"

জোনাকি বলে—"মনে তো হয় না।"

মিনতি করিয়া ফুল তাহাকে কহিল—"তার সঙ্গে যদি দেখা হয় ব'লো, সে যেন আর একবার আসে।"

"দেখা পাই তো বলব।" —এই বলিয়া জোনাকি উড়িয়া গেল। সন্ধ্যার মৃদু বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ফুলটির সর্বাঙ্গ যেন গান গাহিতে লাগিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইয়া গেল।

BANGLADARSHAN.COM

তার পরদিন সন্ধ্যায় জোনাকি আসিয়া কহিল—"খুঁজে পেলাম না তাকে।"

ফুল কহিল—"কাকে ?"

"তুমি কাল যার কথা বলেছিলে ?"

"আমি তো কাল ছিলাম না—আজ ফুটেছি।"

"কালকের ফুল কোথা ?"

"সে ঝরে গেছে। তারই পাশের বোঁটায় আমি ফুটেছি আজ।"

জোনাকি চুপ করিয়া রহিল।

তখন নূতন ফুলটি বলিল—"আচ্ছা, তুমি একজনকে চেন কি ?"

"কাকে ?"

"যে আজ সকালে কেবল গুঞ্জনগানে আমাকে ব'লে গেল—

গুণ্ঠন খোলো ওগো কাননিকা
ব্যর্থ ক'রো না এমন আলো,

তার আশায় আজ সারাদিন বসে আছি আমি। যদি তার দেখা পাও আসতে ব'লো আর একবার। বলবে ?"

"দেখা পাই তো বলব।" –মৃদু হাসিয়া জোনাকি উড়িয়া গেল –আঁধারের বুকে ছোট্ট একটি আলেয়া।

BANGLADARSHAN.COM

অদ্বিতীয়া

বেশ ছিলাম।

আপিসে সাহেব এবং গৃহে মা-ষষ্ঠী আমার প্রতি সদয় ছিলেন। সাহেব আমার মাহিনা এবং মা-ষষ্ঠী আমার সংসার বাড়াইতেছিলেন। আমার পিতৃমাতৃকুলে আর কেহ ছিল না। উত্তরাধিকারসূত্রে কিছু টাকাও জুটিয়া গিয়াছিল। খাসা ছিলাম।

প্রভাবতি অর্থাৎ আমার গৃহিণী গড়ে বছরে দেড়টি করিয়া সন্তান প্রসব করিয়া চারি বৎসরেই আমাকে ছয়টি পুত্রকন্যার মালিক করিয়া তুলিয়াছিলেন –মাঝে দুইবার যমজ হয়।

এবম্বিধ প্রজাবৃদ্ধি সত্ত্বেও কোনও অভাব ছিল না। হঠাৎ কিন্তু বেকুব বনিয়া গেলাম।

পঞ্চম বর্ষেও গৃহিণী তাঁহার স্বাভাবিক গর্ভভার বহন করিতেছিলেন। এবার কিন্তু ব্যাপারটা স্বাভাবিক হইলেও সহজ ছিল না বোঝা গেল। কারণ তিনি মারাই গেলেন। তিনি তাঁহার পিত্রালয় শান্তিপুরে ছিলেন। যদিও আমার শ্বশুর ও শাশুড়ী উভয়েই অনেককাল স্বর্গীয় হইয়াছেন, কিন্তু আমার শ্যালক বিনোদ ডাক্তার বলিয়া প্রভা প্রতিবারই সেখানে যাইত। বিনোদ লিখিতেছে –

“হঠাৎ ‘এক্লেম্পসিয়া’ হইয়া দিদি ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেলেন। আপনাকে খবর দেওয়ার সময় ছিল না। ‘কিডনি’ খারাপ ছিল। সেজদি ছেলেদের লইয়া সম্বলপুরে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চিঠি বোধ হয় পাইয়াছেন।”

BANGLADARSHAN.COM

পাইলাম তো। তিনি লিখিতেছেন–“কি করিবে বল ভাই ? সবই অদৃষ্ট। তোমার ছেলেমেয়েরা এখন আমার কাছে কিছুদিন থাকুক। আমি তো বাঁজা মানুষ। আমার কোন অসুবিধা হইবে না। ছেলেরা ভালই আছে। কোনও ভাবনা করিও না। ইতি...”

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দরখাস্ত করিলাম। কপালগুণে আমার সাহেবও বদলি হইয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং ছুটি মঞ্জুর হইল না।

দুই

দুই মাস পরে।

সম্বলপুরবাসিনী শ্যালিকার আর একখানি পত্র পাইলাম। তিনি অন্যান্য নানা কথার পর লিখিতেছেন –

“প্রভা সতীলক্ষ্মী ভাগ্যবতী ছিল। সে গেছে, বেশ গেছে। জাজ্বল্যমান সংসারে স্বামী ছেলেপুলে সব রেখে গেছে। কিন্তু তোমার তা ব’লে সংসারটা ছারখার করা তো ভাল দেখায় না। উচিতও নয়। আমার কথা শোন। আবার বিয়ে কর তুমি।...এখানে একটি বেশ ডাগর-ডোগর মেয়ে আছে। যদি তোমার ইচ্ছা হয় –বল, সম্বন্ধ করি। আমার তো মেয়েটিকে বেশ পছন্দ ! তোমার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে।” ইত্যাকার নানারূপ কথা।

সাত দিন ভাবিয়া—অর্থাৎ এক টিন চা ও পাঁচ টিন সিগারেট নিঃশেষ করিয়া—আমি এই চিরন্তন সমস্যার যে মীমাংসা করিলাম তাহা মোটেই অসাধারণ নয়। সেজদিকে যে পত্র দিলাম, তাহা অংশত এইরূপ—

"বিয়ে করতে আর ইচ্ছে হয় না। প্রভার কথা সর্বদাই মনে পড়ে। কিন্তু দেখ সেজদি, আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের উপর নির্ভর ক'রে তো সংসার ব'সে নেই। সে আপনার চালে ঠিক চলছে ও চলবে। সুতরাং ভাবপ্রবণ হওয়াটা শোভন হ'লেও সুযুক্তির নয়—এটা ঠিকই। তা ছাড়া দেখ, আমরা 'মা ফলেষু কদাচন' দেশের লোক ! আর তোমরাও যখন বলছ, তখন আর একবার সংসারটা বজায় রাখার চেষ্টা করাই উচিত বোধ হয়। দ্বিতীয় পক্ষের বিয়েতে আবার পছন্দ-অপছন্দ ! তোমার পছন্দ হয়েছে তো ? ..."

ক্রমশ বিবাহের দিন স্থির হইল। সম্বলপুরেই বিবাহ। সেজদি বুদ্ধিমতী। লিখিয়াছেন—"ছেলেদের লাহোরে বড়দির কাছে পাঠিয়ে দিলাম। বাপের বিয়ে দেখতে নেই।" স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম।

যথাকালে সাহেবের হাতে-পায়ে ধরিয়া হপ্তাখানেকের ছুটি লইয়া সোজা রওনা হইয়া পড়িলাম। এ বিয়ের কথা কাউকে বলিতে আছে ? কি ভাবিয়া গোঁফটা কামাইয়া ফেলিলাম। একে এই কালো মোটা চেহারা —তাহার উপর কাঁচাপাকা এক ঝুড়ি গোঁফ লইয়া বিবাহ করিতে যাইতে নিজেরই কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল।

বিবাহ-বাসর।

ওই অবগুণ্ঠিতা চেলি-পরা মেয়েটিই আবার আমার সঙ্গিনী হইতে চলিয়াছে। প্রভাকেও একদিন এই ভাবেই পাইয়াছিলাম—সে কোথায় চলিয়া গেল ! আজ আবার আর একজন আসিয়াছে। ইহার 'কিডনি' কেমন, কে জানে ! নানারূপ এলোমেলো কথা মনে আসিতে লাগিল। প্রভার মুখ বার বার মনে পড়ে। ছেলেগুলো না জানি এখন কি করিতেছে ?...মৃত্যুর পরও কি আত্মা সত্যই থাকে ? এ মেয়েটি বেশ বড়সড় দেখিতেছি ; কিন্তু ভারি জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে—একেবারে মাথা নীচু করিয়া। আচ্ছা, প্রভার আত্মার যদি ...গৃহ্লামি...

যন্ত্রচালিবৎ বিবাহ-অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল। শুভদৃষ্টির সময় মেয়েটি কিছুতেই ঘোমটা খুলিল না। সেজদি বলিলেন—ভারি লাজুক। বাসর-ঘরেও শুনিলাম —ভারি লাজুক। আপাদমস্তক মুড়িয়া পাশ ফিড়িয়া শুইল। আমিও ঘুমাইলাম। সেজদি লোক জমিতে দেন নাই। তা ছাড়া দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ, কে আর আমোদ করিতে চায় ? মেয়েটির আপন বলিতে কেহ ছিল না। পরের বাড়িতে মানুষ। সেজদির বাড়িতেই বিবাহ —বলিতে গেলে সেজদিই কন্যাকর্তা। সুতরাং বিবাহ-উৎসব জমে নাই।

জমিল ফুলশয্যার রাত্রে।

বক্ষে অনেক আশা ও আশঙ্কা লইয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখি, আমার ছয়টি সন্তান ও আরও একটি নবজাত শিশু লইয়া স্বয়ং প্রভা খাটে বসিয়া। স্বপ্ন দেখিতেছি নাকি ?

প্রভা কহিল—"ছি ছি, সেজদিরই জিত হ'ল !"

"মানে ?"

BANGLADARSHAN.COM

“মানে আবার কি ? এবার ছেলে হওয়ার সময় ভারি কষ্ট হয়েছিল। অপরাধের মধ্যে সেজদিকে বলেছিলাম যে, আমি ম’লে ওঁর ভারি কষ্ট হবে। সেজদি বললে –‘হাতী হবে। তিন মাস যেতে না যেতে ফের বিয়ে করবে।’ আমি বললাম–‘কক্ষনো নয়।’ তারপর বাজি রেখে সেজদি আর বিনোদ মিলে এই ষড়্যন্ত্র। আমি শান্তিপুরেই ছিলাম। আজ এই সন্ধ্যাবেলা এসেছি। এসে দেখি সেজদিরই জিত। পাড়ার মানকে ছোঁড়াকে কনে সাজিয়ে সেজদি বাজি জিতেছে। একশটি টাকা দাও এখন। ছি, ছি, কি তোমরা ! অমন গোঁফটা কি ব’লে কামালে ?”

আমার অবস্থা অবর্ণনীয়।

পরদিন প্রভাতে সেজদির পাওনা চুকাইয়া দিয়াছি। এখন গোঁফটা উঠিলে যে বাঁচি !

BANGLADARSHAN.COM

খেঁকি

যদিও বাঙালী নহি, কিন্তু তবুও আমার জীবনকাহিনী করুণ। যদিও আমি সামান্য কুকুর মাত্র, তথাপি হে বাঙালী ভাই, খোঁজ করিলে তোমারই মত আমার শোণিতেও আভিজাত্যের আমেজ পাওয়া যাইবে। শুনিয়াছি আমার অতি বৃদ্ধ পিতামহীর কোনো প্রণয়ী বুলডগ-বংশাবতংশ ছিলেন এবং সেই বুলডগ-শোণিতধারার কিয়দংশও আমার ধমনীতে এখনও প্রবাহিত হইতেছে ভাবিয়া আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করি। লোকে কিন্তু আমাকে বলে, খেঁকি কুকুর। সত্য বটে আমার গায়ে লোম নাই –সর্বাঙ্গে ঘা, চোখে ভাল দেখিতে পাই না, স্টেশনের ধারে পরিত্যক্ত পাতা ও ঠোঙা লইয়া অন্যান্য কুকুরদের সহিত মারামারি করিয়া আমার দিনপাত হয়–সবই সত্য ; কিন্তু তথাপি আমি কিছুতেই ভুলিতে পারি না আমার পূর্বপুরুষ বুলডগ ছিলেন। ইহাই আমার সান্ত্বনা, ইহারই প্রভাবে আমার মনে হয় আমার এ দুর্দিন থাকিবে না। ভগবান একদিন মুখ তুলিয়া চাহিবেন।

দুই

সেদিন সকালে স্টেশনে গাড়ি আসিয়া থামিয়াছে। আমি ঠোঙা চাটিবার প্রত্যাশায়, গাড়ির প্রতি বাতায়ন-পথে লুব্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিতেছি। এমন সময় হঠাৎ কে আমার গলায় একটা দড়ির ফাঁস লাগাইয়া আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল। চাহিয়া দেখি, স্টেশনের পরিচিত কুলী –মিঠ্ঠু। মিঠ্ঠুর হাতে অনেকবার মারও খাইয়াছি, ভাতও খাইয়াছি। স্টেশনের ধারে তাহার বাড়ি –সে আমাকে মারধোর করিলেও ডাকিয়া প্রায়ই ভাত-রুটি দিত। হঠাৎ সেই মিঠ্ঠু আমাকে একেবারে বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া চলিল কেন –কিছুই বুঝিলাম না। এতদিনে কি তাহার হুঁশ হইয়াছে যে, আমার মতন এমন একটা বুলডগ-বংশধরের পক্ষে এরূপ ভিক্ষুকের মত ঘুরিয়া বেড়ানোটা অশোভন ? তাই কি সে চায় যে আমাকে অভিজাতবংশীয় কুকুরদের মত বাঁধিয়া খাওয়াইবে ? জানি না, কি তাহার মনোভাব। টানিতে টানিতে সে কিন্তু সোজা আমাকে স্টেশন-মাস্টারের কামরায় লইয়া গেল।

BANGLADARSHAN.COM

তিন

স্টেশন-মাস্টার বৃদ্ধ। আমার দিকে একবার তাকাইয়া বলিলেন –"আরে, এ কোত্থেকে একটা খেঁকি কুত্তো নিয়ে এলি ?"

"ওইতেই হবে–A Dog তো বটে, ওর বেশি তো আর কিছু লেখা নেই।"

তাঁহার সহকারী ছোকরাটি ফোড়ন দিল।

মালবাবু ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন –"ব্যাপার কি মশাই ? এ কুকুরটাকে বেঁধে রেখেছেন কেন ?"

স্টেশন-মাস্টার তখন বিবৃত করিয়া বলিলেন –"আর বলেন কেন মশাই ! চাকরি বুঝি আর থাকে না। কোন্ এক সাহেব মহাপ্রভু–এই গাড়িতে যাচ্ছেন, তাঁর নাকি এক কুকুর Dog Box-এ ছিল। আমরা তো দেখছি খালি। আমাদের আগের স্টেশন বলছে যে, তারা Dog Box-এ কুকুর দেখেছে। অথচ এখানে দেখছি –Dog Box

খোলা। ব্যাটা কুকুর হয়তো কোথাও প'ড়ে-ফ'ড়ে গেছে। আমাদের রামসুন্দরবাবু বলছেন, 'দিন যে-কোন একটা কুকুর পুরে—তারপর দেখা যাবে। রেল কোম্পানি তো A Dog বলে বুক্ করেছে—A Dog হ'লেই হ'ল। তারপর ব্যাটার কুকুর যদি পছন্দ না হয় তো কোর্টে গিয়ে বোঝাপড়া করুক গে, যত সব আপদ জোটে আমারই ঘাড়ে। কি বলেন ? দোব এ কুকুরটাকে ঢুকিয়ে ? একেবারে মোটে রোঁয়া নেই !"

মিঠ্ঠু বলিল—"এত তাড়াতাড়ি অন্য কুকুর পাওয়া সম্ভব নহে।"

মালবাবু বলিলেন—"দিন তো দুর্গা ব'লে চড়িয়ে। তারপর দেখা যাবে।"

মিঠ্ঠু আমাকে টানিতে টানিতে লইয়া গিয়া Dog Box-এ তুলিয়া দিল। ট্রেন ছাড়িয়া গেল।

চলিয়াছি। নববধূ যেমন তার আজন্মপরিচিত গৃহ ছাড়িয়া অজানা-অচেনার উদ্দেশে আশা-আকাঙ্ক্ষা-উদ্বেল হৃদয়ে যাত্রা করে, আমিও তেমনি চলিয়াছি। জানি না আমার এই অজানা সাহেব মনিব কেমন লোক ! যেমনই লোক হোক, সাহেবেরা শুনিয়াছি ভাল কুকুরের আদর জানে। তা ছাড়া সত্যই ভাল কুকুরকে চেনে, যত্নও করে। তাই আমার আশা যে, বুলডগ-পূর্বপুরুষের আভিজাত্য সে আমার জীর্ণ অঙ্গেও খুঁজিয়া পাইবে। শুনিয়াছি, সাহেবরা কুকুরকে মাংস খাইতে দেয়। মাংস কেমন কখনও খাই নাই। মাঝে মাঝে দুই-এক টুকরো শুষ্ক অস্থি চিবাইয়াছি ; কিন্তু ভাল মাংস শুনিয়াছি অতি অপরূপ জিনিস —সাহেবরা শুনিয়াছি রোজ মাংস খাইতে দেয়। শুনিয়াছি—

BANGLADARSHAN.COM

চার

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া দেখি, একটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াইয়াছে। পশ্চিম গগনে সূর্য অস্তোন্মুখ !

একটু পরেই দরজাটা খুলিয়া গেল এবং একটা কুলী আসিয়া আমাকে টানিয়া বাহির করিল। বুঝিলাম, এইবার আমার সাহেব মনিবের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইবে, মিলন-লগ্ন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। সহসা বুকের ভিতরটা কেমন কাঁপিয়া উঠিল—আশায় আনন্দে না ভয়ে—বলিতে পারি না। কেমন যেন মনে হইল, আর চলিতে পারিতেছি না। সেই কঙ্করময় প্লাটফর্মের উপর বসিয়া পড়িলাম ; কুলীটা কিন্তু আমার অন্তরের আকুলতা বুঝিল না, কাঁকরের উপর দিয়াই হেঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

সাহেব দাঁড়াইয়া ছিলেন।

কুলী গিয়া সেলাম করিয়া বলিল—"হুজুর, কুত্তা লে আয়া।"

সাহেব বলিলেন—"What ? What's the joke ?"

ক্ষীণ ভীরু দৃষ্টি তুলিয়া প্রভুর দিকে চাহিতে যাইব, এমন সময় আমার মুখের উপরেই সজোরে সবুট পদাঘাত করিয়া সাহেব গর্জিয়া উঠিলেন—"লে যাও হিঁয়াসে—Station master-কো বোলাও।"

তারপর কি ঘটিল জানি না। দড়ি ছিঁড়িয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইয়া আসিয়া এক ভদ্রলোকের আঙিনায় ঢুকিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, কেহ কোথাও নাই। আঙিনার এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। একটু পরেই দেখিলাম, এক ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। করিয়াই ডাকিলেন –"ওগো, শুনছ ?"

"কি হ'ল ?"–বলিয়া এক উদ্‌গ্রীব তরুণী বাহির হইয়া আসিলেন।

"চাকরি হ'ল না। সাহেব বললে –ও post-এ বাঙালী নেওয়া যাবে না –সাহেবদের জন্য ওটা reserved। অমন চাকরি কি আর ভেতো বাঙালীর অদৃষ্টে জোটে।"

হঠাৎ তাহাদের নজর পড়িল আমার উপর। তরুণীটি বলিলেন –"কোত্থেকে একটা লোম-ওঠা পাগলা কুকুর এসেছে দেখ। নাকে মুখে রক্ত লেগে আছে। নিশ্চয়ই কামড়েছে কাউকে। ভয় করছে আমার। মেরে দূর কর এখনি।"

ভদ্রলোকটি বেগে লাঠি তুলিতেই খিড়কি দরজা দিয়া সুট করিয়া সরিয়া পড়িলাম।

BANGLADARSHAN.COM

অনির্বচনীয়

ক্ষণিকা খাস্তগীরের মস্তকে বজ্রপাত হইয়াছে। এখনও কিন্তু সে মরে নাই, বরং এ অবস্থায় মরা উচিত কি না, এবং উচিত হইলেও সহজ অথচ মর্মান্তিক মৃত্যুর উপায় কি –তাহাই ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার জন্য সে ছাদে পায়চারি করিতেছে। কেরোসিন তেল, গলায় দড়ি, পুকুরে ডুব, এমন কি cyanide পর্যন্ত নিতান্ত মামুলি হইয়া পড়িয়াছে। যক্ষ্মার জীবাণু শুঁকিলে হয় না ?

হঠাৎ পিছনে রমেশবাবুর চটীর শব্দ।

"খন্তু, এখানে আছিস ? এই যে ! আচ্ছা, কি ছেলেমানুষ বল্ তো তুই !"

ক্ষণিকা কোন কথা কহিল না।

রমেশবাবু বলিলেন –"কথা বলছিস না যে ? আমি কি এক্ষুনি তোর সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দেব ? কথাটা ভেবে দেখতে দোষ কি ?"

ক্ষণিকা বলিল –"তুমি যে বাবা শেষকালে আমাকে একটা দোজবরের হাতে দেবে, একথা ভাবতেও পারি না।"

রমেশবাবু বলিলেন –"বেশ তো, তাকে না-ই করলি বিয়ে। আমার ছেলেটিকে ভাল লাগল, তাই বলছিলাম। বিদ্বান, বড় চাকরি করে, চমৎকার স্বাস্থ্য, ছেলেপিলে কিছু নেই। হ'লই বা দ্বিতীয় পক্ষ। বেশ তো বাপু, তোর পছন্দ না হয় করিস না বিয়ে। এখন শুবি চল্। তোরা লেখাপড়া শিখে শুধু টন্‌সিল দুটোই বড় করেছিস্ –বুদ্ধি কিছু বাড়ে নি।"

BANGLADARSHAN.COM

মাতৃভাবাপন্ন রমেশবাবু তাঁহার মাতৃহীন কন্যাকে লইয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

বলিতে ভুলিয়াছি –প্রথমেই বলা উচিত ছিল –ক্ষণিকা খাস্তগীর ইংরেজীতে 'অনার্স' লইয়া বি-এ পাশ করিয়াছেন। প্রধান মাসিক-পত্রগুলিতে তাঁহার ছবি ছাপা হইয়া গিয়াছে।

ক্ষণিকা পরদিন বান্ধবী সুজাতাকে বলিল –"যাক, খুব ফাঁড়াটা কেটে গেল। লোকটার আক্কেলকে বলিহারি যাই। বউ মরতে না মরতে অমনি বিয়ের তাড়া পড়েছে ! পুরুষগুলো আমাদের দেখছি সিগারেটের সামিল ক'রে তুলেছে। একটা ফুরোতে না ফুরোতে আর একটা ধরানো চাই। এ ভদ্রলোক যেন আরো ব্যস্তবাগীশ ! যেন আগের স্ত্রীর চিতার আগুন থেকেই দ্বিতীয় বিয়ের হোমের কাঠগুলো ধরিয়ে নিতে চান।"

সুজাতা জিজ্ঞাসা করিল –"ব্যাপার কি ? ভদ্রলোক কে ?"

ক্ষণিকা উত্তর দিল –"ভদ্রলোকের নাম অজয়কুমার। সরকারী চাকরি করেন –কবিতাও লেখেন। কাব্যরস একটু বেশী মাত্রায়–"

সুজাতা কেবল কহিল –"তাই নাকি ?"

ক্ষণিকার উত্তেজনা তখনও কমে নাই। সে বলিয়া চলিল –"আমার তো মনে হয় আইন ক'রে এসব বিয়ে বন্ধ করা উচিত !"

সুজাতা কিছু বলিল না।

সুজাতা তখন কিছু বলিল না বটে, কিন্তু এ সম্বন্ধে তাহার আইন-জ্ঞান সে হাতে-কলমে দেখাইয়া দিল। মাসখানেক পরে সুজাতা দেবীর সহিত অজয় বোসের শুভবিবাহে নিমন্ত্রণ-লিপি পরিচিত মহলে বিতরিত হইতে লাগিল।

বন্ধুর স্বামী। আলাপ হইলেই। একদিন কথায় কথায় হাসিতে হাসিতে ক্ষণিকা অজয়বাবুকে কহিল – "ছেলেবেলায় আপনি 'ট্রাই ট্রাই এগেন' কবিতাটি ভাল ক'রেই পড়েছিলেন দেখছি।"

অজয়বাবু বলিলেন –"সে তো পড়েইছি। তা ছাড়া কি জানেন, প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর বড় বড় লোক এসে দিনরাত অনুরোধ করতে শুরু করলেন –কি করি বলুন ! নিজের তাগিদ তো ছিলই –"

ক্ষণিকা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল –"বড় বড় লোক মানে ?"

"এই ধরুন না কেন, যুগ্মপত্নীর স্বামী যাজ্ঞবল্ক্য থেকে শুরু ক'রে, শেলি, বায়রন, মোপাসাঁ, রবীন্দ্রনাথ সবারই সনির্বন্ধ অনুরোধ ; এমন কি আমাদের সত্যেন দত্ত পর্যন্ত বললেন –

BANGLADARSHAN.COM

কে গেছে কে যায় আর
অত শত ভাবনার
ফুরসুৎ নেই আজ–নেই বন্ধু !

ওই যে ওমর খৈয়াম –আপনি বিয়েতে উপহার দিয়েছেন –সে ভদ্রলোক তো নাছোড়। এখন ভেবে দেখুন, ভদ্রভাবে ওঁদের অনুরোধ রক্ষা করতে হ'লে আমাদের মত গরীব লোকের বিয়ে করা ছাড়া উপায় কি !"

আরক্তিম-কর্ণমূল লইয়া ক্ষণিকা বলিল–"থামুন থামুন, আপনাদের বোঝা গেছে।"

কিন্তু অজয়ের সপ্রতিভ সরস উত্তরটা মনে মনে উপভোগ না করিয়া পারিল না। লোকটি রসিক –সুজাতা সুখী হইবে।

কিছুদিন পরে শোনা গেল, সুজাতা আত্মহত্যা করিয়াছে ; এবং তাহারও কিছুদিন পরে শোনা গেল, অজয়বাবু নাকি আবার বিবাহ করিতেছেন এবং এবার নাকি ক্ষণিকা খাস্তগীরকে 'লভ্ ম্যারেজ' !

রামায়ণের এক অধ্যায়

অভিনয় কাণ্ড

সীতাকে বনবাসে দিয়া রাম পত্নীশোকে উন্মত্তপ্রায়। কেবলই তাঁহার মনে হইতেছে, ঘোরতর অবিচার করিয়াছি।

কুলগুরু বশিষ্ঠকে বলিতেছেন –"গুরুদেব, অবিচার –এ ঘোর অবিচার। সীতার কোন অপরাধ নাই –তিনি নিরপরাধিনী, দেবী। আমার কোন অধিকার নাই তাঁহাকে শাস্তি দিবার। আমি মহাপাপ করিয়াছি, আমি –"

তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া বশিষ্ঠ বলিলেন, –"বৎস, সত্যরক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। তুমি সত্যাশ্রয়ী। সত্যধর্ম পালন করিয়া প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের কার্য করিয়াছ।"

রাম বলিলেন–"এ তো সত্য নয়, এ যে মিথ্যা। এ যে অবিচার গুরুদেব, এ যে মিথ্যাচার গুরুদেব –"

গুরুদেব বলিলেন,–অধীর হইও না বৎস, রাজধর্ম বড়ই কঠিন।"

রামচন্দ্র শুনিলেন না। অধীর হইয়া উঠিলেন।

"রাজ্য চাই না, ঐশ্বর্য চাই না, প্রজাপুঞ্জের মতামত গ্রাহ্য করি না –সীতাকে চাই। আমার দেবীকে চাই। রাজ্য যাক, মান যাক–"

BANGLADARSHAN.COM

রামচন্দ্র পাগল হইয়া গেলেন।

দুই

অভিনেতা নকুড় মাইতি রামের অভিনয় শেষ করিয়া যখন শেষরাত্রে বাড়ি ফিরলেন, তখন তাঁহার পা টলিতেছে–মদের নেশায় চুরচুর।

ঠেলাঠেলির পর স্ত্রী হরিমতি দ্বার খুলিয়া দিলে নকুড়বাবু বলিলেন –"হারামজাদী, আধ ঘণ্টা ধ'রে দোর ঠেলছি, খেয়াল নেই ?"

হরিমতি বলিলেন–"ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

নকুড় মাইতি কহিলেন–"ফের কথার ওপর কথা !"

বলিয়াই এক লাথি এবং রামলাথি।

স্থূলের স্মৃতি

গত বর্ষায় বেশ একটু কাবু করিয়াছিল। পল্লীগ্রামে বাস করি, সুতরাং বর্ষার আগমন আমার পক্ষে মনোরম না হইবার কথা। কিন্তু একটি স্থূলাঙ্গিনী রমণীর প্রেমে পড়িয়া অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইয়া গেল। বিস্তৃত বিবরণ দিয়া লাভ নাই। সংক্ষেপে এইটুকু জানিয়া রাখুন, সেদিন শ্রাবণ-সন্ধার প্রাক্কালে সমস্ত ব্যাপারটির আনুপূর্বিক আলোচনা করিয়া বুঝিলাম, কাব্যরসে কুলাইবে না –কিছু চোলাই রসের প্রয়োজন। দোকান আমার বসতবাটি হইতে দেড় ক্রোশ দূরে। উপায়ান্তর নাই দেখিয়া হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলিয়া কাদায় ছপ্ ছপ্ করিতে করিতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

গঙ্গার তীর। দুকুলপ্লাবিনী বর্ষার গঙ্গা। শ্রাবণের পূর্ণিমা তিথি। মেঘে আর জ্যোৎস্নায় নির্জন নদীতীরে ...। যাক, বর্ণনা করিয়া সময় নষ্ট করিব না। সে আর আমি মুখোমুখি বসিয়াছিলাম। এই আমাদের প্রথম নির্জন সাক্ষাৎ। চারিদিকে জনমানবের চিহ্ন নাই –একটু দূরেই স্থানীয় শ্মশান। আকাশে মেঘ ও জ্যোৎস্না। সম্মুখে বেগবতী বর্ষার নদী। ট্যাঁকে কিঞ্চিৎ ধন ও উদরে প্রচুর 'ধেনো।' বিকম্পিত কণ্ঠে বলিলাম –"আর একটু কাছে এসে বসো না।।"

রমণী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল –"না।"

BANGLADARSHAN.COM

আমি আবেগভরে কহিলাম –"কেন ? বল, কেন ?"

রমণী এবার কিছু না বলিয়া একটু সরিয়া বসিল। আমিও আর একটু কাছে গিয়া বলিলাম –

"কেন ? বল, কেন ? ভয় করছে ? কিসের ভয় তোমার ? স'রে এসো লক্ষ্মিটী।"

"না।"–বলিয়া সে আর একটু সরিয়া বসিল। আমি আবার একটু কাছে গিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলাম –

"তুমি বিয়াত্রিচের গল্প শুনেছ ? যার প্রেমে দান্তে পাগল হয়েছিলেন ? শোন নি ? জোহান যোয়ারের লাইফ পড়েছ ? যাতে সেই স্কুলমাস্টার ? তাও শোন নি ? বেশ, কেষ্ট-রাধার কথা তো জান ? এবার ভেবে দেখ দিকি সেই যমুনার কূলে–"

এবার রমণী বলিল –"আমরা হলাম কৈবর্তের মেয়ে–"

উদ্বেলিত হৃদয়ে বলিলাম –"হোক, তাতে ক্ষতি নেই। দোহাই তোমার, একটু কাছে স'রে এসো।" বলিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম।

এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া লইয়া সে আরও খানিকটা সরিয়া গেল। আমিও তৎক্ষণাৎ আবার তাহার কাছে গিয়া বসিলাম।

বৃষ্টি শুরু হইয়া গেল। গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলাম না। বলিলাম –"দেখ, জীবন খুব ছোট –এই ক্ষুদ্র জীবনে আজ যে শুভ মুহূর্তটি এসেছে–নষ্ট ক'রো না তাকে। শুনছ ? যত টাকা লাগে –। শুনছ ?"

রমণী কিছু বলিল না। হাত ধরিতেই কিন্তু আবার সরিয়া বসিল। আমিও সরিয়া গেলাম।

শ্রাবণের আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। রমণী কিন্তু ভিজিল না। তখন মনে হইল, গান গাহিয়া দেখি যদি কিছু হয়। গলা যতদূর সম্ভব মোলায়েম করিয়া গান ধরিলাম –

"বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিস্ নে আজি দোল বা –গিচায় !"

হঠাৎ দেখি সে কাত হইতেছে।

"ও কি, অমন করছ কেন ?"

ঝপাং করিয়া ধস ভাঙিল।

হিসাব করিয়া দেখিলাম, সাড়ে তিন সেকেণ্ড স্থূলাঙ্গিনী আমার কণ্ঠলগ্না অবস্থায় ছিল। এতদুপলক্ষে আমরা উভয়েই স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়াছি ; কিন্তু স্থূলের স্মৃতিটি আজিও মর্মে হুলের মত বিঁধিয়া আছে।

BANGLADARSHAN.COM

বিধাতা

বাঘের বড় উপদ্রব। মানুষ অস্থির হইয়া উঠিল। গরু বাছুর, শেষে মানুষ পর্যন্ত বাঘের কবলে মারা পড়িতে লাগিল। সকলে তখন লাঠি সড়কি বর্শা বন্দুক বাহির করিয়া বাঘটাকে মারিল। একটা বাঘ গেল ; কিন্তু আর একটা আসিল। শেষে মানুষ বিধাতার নিকট আবেদন করিল –

“ভগবান, বাঘের হাত হইতে আমাদের বাঁচাও।”

কিছু পরেই বাঘেরা আসিয়া বিধাতার দরবারে নালিশ জানাইল –“আমরা মানুষের জ্বালায় অস্থির হইয়াছি। বন হইতে বনান্তরে পলাইয়া ফিরিতেছি। কিন্তু শিকারী কিছুতেই আমাদের শান্তিতে থাকিতে দেয় না। ইহার একটা ব্যবস্থা করুন।”

বিধাতা কহিলেন –“আচ্ছা।”

তৎক্ষণাৎ নেড়ার মা বিধাতার নিকট আবেদন পেশ করিলেন –“বাবা, আমার নেড়ার যেন একটি টুকটুকে বউ হয়। দোহাই ঠাকুর, তোমার পাঁচ পয়সার ছিন্নি দেব।”

বিধাতা কহিল –“আচ্ছা”

BANGLADARSHAN.COM

হরিহর ভট্টাচার্য মামলা করিতে যাইতেছিল। সে বিধাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল –“আজীবন তোমার পূজো ক’রে এসেছি। উপবাসে দেহ ক্ষীণ করেছি। শালা ভাইপোকে আমি দেখে নিতে চাই। তুমি আমার সহায় হও।”

বিধাতা কহিলেন –“আচ্ছা।”

সুশীল পরীক্ষা দিবে। সে রোজ বিধাতাকে বলে, –“ঠাকুর, পাস করিয়ে দাও।” আজ সে বলিল, “ঠাকুর যদি স্কলারশিপ পাইয়ে দিতে পার, পাঁচ টাকা খরচ ক’রে হরির লুট দেব।”

বিধাতা কহিলেন –“আচ্ছা।”

হরেন পুরকায়স্থ ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান হইতে চায়। কালী পুরোহিতের মারফত সে বিধাতাকে ধরিয়া বসিল–এগারোটা ভোট আমার চাই। কালী পুরোহিত মোটা রকম দক্ষিণা খাইয়া ভুল সংস্কৃত মন্ত্রের চোটে বিধাতাকে অস্থির করিয়া তুলিল –“ভোটং দেহি–ভোটং দেহি–”

বিধাতা কহিলেন –“আচ্ছা, আচ্ছা।”

কৃষক দুই হাত তুলিয়া কহিল –“দেবতা, জল দাও।”

বিধাতা কহিলেন –“আচ্ছা।”

পীড়িত সন্তানের জননী বিধাতাকে প্রার্থনা জানাইল –“আমার একটি মাত্র সন্তান, ঠাকুর, কেড়ে নিও না।”

বিধাতা কহিলেন –“আচ্ছা।”

পাশের বাড়ির ক্ষেন্তি পিসি উপরোক্ত মাতার সম্পর্কে বলিলেন –"বিধাতা, মাগীর বড় দেমাক। নিত্যি নতুন গয়না প'রে ধরাকে সরা জ্ঞান করছিল। ছেলের টুঁটিটি টিপে ধ'রে বেশ করেছ দয়াময়। মাগীকে বেশ একটু শিক্ষা দিয়ে দাও তো।"

বিধাতা কহিলেন–"আচ্ছা।"

দার্শনিক কহিল–"হে বিধাতা, তোমাকে বুঝিতে চাই।"

বিধাতা কহিলেন–"আচ্ছা।"

চীন দেশ হইতে চীৎকার আসিল–"জাপানীদের হাত হইতে বাঁচাও প্রভু।"

বাংলা দেশ হইতে এক তরুণ ধরিয়া বসিল –"কোনো সম্পাদক আমার লেখা ছাপিতেছে না। 'প্রবাসী'তে লেখা ছাপাইতে চাই। রামানন্দবাবুকে সদয় হইতে বলুন।"

বিধাতা কহিলেন–"আচ্ছা।"

একটু ফাঁক পড়িতেই বিধাতা পার্শ্বোপবিষ্ট ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন –"আপনার বাসায় খাঁটি সরষের তেল আছে ?"

ব্রহ্মা কহিলেন–"আছে। কেন বলুন তো ?"

BANGLADARSHAN.COM

বিধাতা। "আমার একটু দরকার। দেবেন কি ?"

ব্রহ্মা। (পঞ্চমুখে) "অবশ্য, অবশ্য।"

ব্রহ্মার বাসা হইতে ভাল সরিষার তৈল আসিল। বিধাতা তৎক্ষণাৎ তাহা নাকে দিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

আজও ঘুম ভাঙে নাই।

তর্ক ও স্বপ্ন

তর্ক হইতেছিল।

প্রথম তার্কিক-প্রাণীটি বলিতেছিলেন –"মাংস আগে ভেজে পরে সিদ্ধ ক'রে নিলে সুস্বাদু হয়।"

দ্বিতীয়টি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিলেন। বলিলেন –"মাংস আগে ভাজলে সিদ্ধ হওয়া শক্ত। সেজন্য মাংস আগে সুসিদ্ধ হ'লে পরে ঝোলটা মেরে ভাজা ভাজা ক'রে নিলেই ভাল হয়। তুমি জান না।"

"আমি জানি না ! মাংস তো ভাজা উচিতই, মসলাও ভাজা উচিত।"

"পাক-প্রণালীতে ও-কথা লেখে না।"

"পাক-প্রণালীর কথা রেখে দাও। বড় বড় বাবুর্চির মুখে আমি শুনেছি, মাংসটা আগে সিদ্ধ –"

"পাক-প্রণালীর কথা তুমি মানতে চাও না ?"

"না।"

"কেন শুনতে পাই কি ?"

"কারণ নানা পাক-প্রণালীর নানা মত। সুতরাং বাবুর্চিরা –অর্থাৎ যারা নিত্য রাঁধছে–তাদের কথাই প্রামাণ্য।"

BANGLADARSHAN.COM

প্রথম তার্কিক একটু থতমত খাইয়া গেলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার বুদ্ধি খুলিল।

"সব বাবুর্চিও তো সব সময়ে একমত নয়।"

"যে-সব বাবুর্চি মাংস আগে ভাজতে চায়, তারা বাবুর্চি নয় –বেকুব। জাপানে কি করে শুনবে ?"

প্রথম তার্কিক ধৈর্য হারাইলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন –"জাপান-টাপান বুঝি না। তুমি বাবুর্চির অপমান করবার কে ? অভদ্র কোথাকার !"

"কি, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ! নিজে দুনিয়ার কোন খবর রাখবে না, আবার ফদর ফদর ক'রে তর্ক করতে আসে ! বেকুব !"

"ফের 'বেকুব' বলছ ?"

"ক্রমাগত বলব।"

"তবে রে–"

"তবে রে–"

তর্ক যুদ্ধে পরিণত হইল।

একটি শৃগাল অনতিদূরে বসিয়া তর্কপ্রগতি উপভোগ করিতেছিল উভয়কে সমরোন্মুখ দেখিয়া হাস্যভরে কহিল—"পুঙ্গবদ্বয়, তোমরা তো উভয়েই নিরামিষভোজী। আমিষ বিষয়ক তর্কে লিপ্ত হইয়া অনর্থক গোলমাল দাঙ্গা করিতেছ কেন ? তোমাদের প্রভু জাগরিত হইলে মুশকিলে পড়িবে।" শৃগালের কথা তাহারা শুনিল না, পরস্পর শিঙে শিঙে লাগাইয়া ঘোর-নাদে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

আচমকা ঘুম ভাঙিয়া গাড়োয়ান দেখিল, রাত্রি দ্বিপ্রহরে তাহার বলীর্বদযুগল লড়াই করিতেছে। এবম্বিধ যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে শান্ত করিবার সদুপায় তাহার অবিদিত ছিল না। লগুড় এবং প্রাকৃত ভাষার প্রচুর ব্যবহার সে করিল। তৎপরে গরু দুইটিকে পৃথক করিয়া দূরে দূরে বাঁধিয়া সে উপসংহারে কহিল —"খা শালারা খা—বেশী ডেঁপোমি করিস না।"

খাইতে দিল বিচালি।

চট করিয়া আমার ঘুমটাও ভাঙিয়া গেল। স্বপ্নটাও। যে দুইজন উগ্র প্রকৃতির যুবক জাপান-জার্মানী সংবাদ, হিটলার-মুসোলিনি প্রকৃতি লইয়া তর্কমুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন তাঁহারা দেখিলাম নামিয়া গিয়াছেন, ট্রেন থামিয়াছে নাথনগরে।

BANGLADARSHAN.COM

চলচ্ছবি

সুন্দর সুসজ্জিত একটি কক্ষ।

একটি তরুণী বসিয়া সেলাই করিতেছে। কোণে দুগ্ধফেননিভ একটি মার্জার। সেলাই ভাল লাগিল না। পিয়ানো বাজাইয়া গান ধরিল। তাহাও ভাল লাগিল না। অবশেষে টেবিলের উপর একটি ফুলদানিতে ফুল সাজাইতে বসিল। সঙ্গে সঙ্গে গুনগুন করিয়া গান। মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ভাবিতে লাগিলাম। আমার মনের কথা কখনও কি তাহার কাছে পৌঁছবে ?

জানিতে পারিলাম, তাহার অগণিত প্রণয়ীর মধ্যে দুইজনকে লইয়া সে সম্প্রতি বিব্রত। একজন ধনীর দুলাল, নাদুসনুদুস ভদ্রলোক। রোজ নানাবিধ উপহার লইয়া বিকশিতদশনে আসিয়া ধর্না দেয়। মোটরে বেড়াইতে লইয়া যায়। তরুণীর পিতা ইহাতে আপত্তির কিছু দেখেন না। কারণ তিনি চান এই নাদুসনুদুস লোকটি তাঁহার জামাই হোক। তাঁহার স্বর্গীয় পত্নীরও এই ইচ্ছাই ছিল এবং মৃত্যুকালে তাঁহার অনুরোধেই এই ত্বনী রূপসী ওই নাদুসনুদুসকে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছিল। মৃত্যুশয্যায় শায়িতা জননীর শেষ ইচ্ছা পালন করিতে কে না চায় !

নাদুসনুদুস লোক ভাল, টাকাকড়ি আছে, কুরূপও নয়, স্বাস্থ্য ভালই। কিন্তু —! তরুণীটি নানাদিক হইতে চিন্তা করিয়া দেখে। 'কিন্তু'কে ঠেকানো যায় না। সেদিন দুরন্ত ছুটন্ত পাগলা ঘোড়ার সম্মুখীন হইয়া নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া যে সুশ্রী যুবকটি তাহাকে বাঁচাইয়াছিল, নাদুসনুদুস মোটেই তাহার মত নয়।

BANGLADARSHAN.COM

সেই নামগোত্রহীন দুঃসাহসী যুবাকে সমস্ত নারীহৃদয় দিয়া সে চায়।

নাদুসনুদুস কিন্তু না-ছোড়।

তরুণী তাহাকে তাড়াইয়া দিতেও পারে না। জননীর শেঁষ-ইচ্ছা। জননীর মৃত্যু-ছায়াচ্ছন্ন শীর্ণ মুখখানি মনে পড়ে। তাই নাদুসনুদুসকে কিছু বলিতে পারে না।

অথচ সেই যুবক ! যুবকটির পরিচয় সে পাইয়াছে। সে এক জমিদার-বাড়ির সহিস। হোক সহিস, সে সুশিক্ষিত। শেকস্‌পিয়র হইতে গল্‌স্‌ওআর্দি, এমন কি আরলেনের পর্যন্ত খবর রাখে সে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। দেশের মুকুটমণি হইতে পারিত ; শুধু কপালের দোষে সে আজ সহিস মাত্র।

সর্বোপরি সুন্দর এবং সুপুরুষ। বলিষ্ঠ সতেজ বিদ্রোহী। যদিও সামান্য সহিস ; কিন্তু মুখে হাসি ঝলমল করিতেছে, চোখে অহীন-দীপ্তি।

আমি দমিয়া গেলাম।

সত্যই তো, একদিকে নাদুসনুদুস, আর একদিকে ওই সর্বগুণান্বিত সহিস ছোকরা –ইহার মধ্যে আমার মত নগণ্য লোকের স্থান কোথায় ? একমাত্র সম্বল ছাঁটা গোঁফ-জোড়াটায় হাত বুলাইতে বুলাইতে চিন্তা করিতে লাগিলাম।

এমন সময় এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। ইতিপূর্বে দুই-একবার তরুণীটি ও সহিস-যুবকটি শহরের বাহিরে যে পুলটা আছে তাহারই উপর গোপনে সন্ধ্যায় দেখাশোনা করিয়াছে। একদিন চুম্বন বিনিময়ও হইয়াছিল। কিন্তু সেদিন যাহা ঘটিল তাহা সত্যই রোমাঞ্চকর।

গভীর রাত্রি। সহিস ছোকরাটি এক প্রকাণ্ড ঘোড়ায় চড়িয়া হাজির। ব্রাউন রঙের বিশাল ঘোড়া ঘাড় বাঁকাইয়া ছুটিয়া আসিল।

তরুণীটির বাড়ির সম্মুখে আসিয়া হুইস্‌ল্‌ দিতেই তরুণী পথে নামিয়া আসিল। ক্ষণিকের জন্য তাহার মায়ের শেষ-মুখচ্ছবি স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্যই। অবলীলাক্রমে সহিস তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইল। তাহার পর–

টগবগ টগবগ টগবগ –

ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমার রক্তও যেন ফুটিতে লাগিল।

BANGLADARSHAN.COM

অল্পক্ষণ পরে নাদুসনুদুসও টের পাইল। যখন সে সত্যই বুঝিল যে, প্রেয়সী প্রণয়-শৃঙ্খল কাটিয়া পলাইয়াছে তখন তাহার মুখভাব একটা দেখিবার মত জিনিস। প্রতারিত নাদুসনুদুস, বিরহী নাদুসনুদুস, উন্মাদ নাদুসনুদুস ! সে কি চেহারা ! মোটর লইয়া পথে বাহির হইতেই একজন বৃদ্ধা তাহাকে বলিয়া দিল, কোন্‌ পথে তাহারা গিয়াছে। প্রকাণ্ড 'রোলস্‌ রয়েস্‌' সেই পথে ছুটিল। উদ্‌ভ্রান্ত নাদুসনুদুস 'স্টিয়ারিং' ধরিয়া বসিয়া আছে। ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ–গাড়ির বেগ বাড়িয়া চলিয়াছে। ফরফর করিয়া মাথার চুল উড়িতেছে।

সে কি প্রাণান্তকর অনুধাবন ! নক্ষত্রবেগে ঘোড়া মাঠ, বন, অরণ্য, পর্বত পার হইয়া যাইতেছে ; বিদ্যুৎবেগে নাদুসনুদুস অনুসরণ করিতেছে। প্রায় ধরে ধরে, এমন সময় সম্মুখে এক নদী। এক লম্ফে অশ্ব নদী পার হইয়া গেল। নাদুসনুদুসের রোলস্‌ রয়েস্‌ পারিল না। স্টিয়ারিং ছাড়িয়া নাদুসনুদুস আক্রোশে দুই হাতে চুলের মুঠি চাপিয়া ধরিল।

ঝপাং।

নাদুসনুদুস জলে লাফাইয়াছে। কিন্তু সাঁতার জানে না। খরস্রোতা পাহাড়ী নদী। স্রোত ভীষণ। প্রাণপণে তবু চেষ্টা করিতে লাগিল সে। সহজে ছাড়িবে না। নাকে মুখে জল ঢুকিয়া, প্রবল স্রোতে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া নাকানি-চোবানির চরম হইল। তবু ছাড়িবে না। কি অমানুষিক 'আপ্রাণ' চেষ্টা ; এমন না হইলে প্রেম ! সমস্ত আত্মা দিয়া, সমস্ত সত্তা দিয়া নাদুসনুদুস ও-পারে যাইতে চায়।

প্রিয়তমা যে ও-পারে আততায়ীর হস্তে !

নাদুসনুদুস আর পারে না। বোধশক্তি হারাইয়া যাইতেছে, হস্ত পদ ক্লান্ত অবসন্ন। সর্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিল। নাদুসনুদুস বুঝি তলাইয়া গেল !

সেই সময়ে ঠিক ও-পারে একটি গিরিশৃঙ্গে দাঁড়াইয়া সহিস ছোকরাটি ও তরুণীটি আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছি, মেঘের স্তর ভেদ করিয়া চাঁদ উঠিতেছে।

হঠাৎ সহিসের নজরে পড়িল, নীচে নদীতে কে যেন ডুবিতেছে। সঙ্গিনীকে কহিল –"দেখ, কে যেন ডুবছে। ওকে তুলি।"

তরুণী কহিল–"ও কিন্তু নাদুসনুদুস।" সহিস সামান্য লোক নয়। মহামানব সে। সে হাসিয়া কহিল –"তা আমি জানি ; হোক নাদুসনুদুস, কিন্তু মানুষ তো ! সে ডুববে আর আমি দাঁড়িয়ে দেখব ! হতে পারে না।" তীরবেগে ঘোড়ায় চড়িয়া তরতর করিয়া পাহাড় হইতে নামিয়া গেল সে।

খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল, নাদুসনুদুসের দেহ, নাদুসনুদুসের দেহ স্কন্ধে বহিয়া সহিস হাঁটিয়া পাহাড়ে উঠিতেছে। সংজ্ঞাহীন বিশালকায় ভিজা নাদুসনুদুসকে লইয়া পাহাড়ে চড়া ! কী কষ্ট ! সহিসের মুখে দেবতার দীপ্তি–দেহে দৈত্যের বল।

ঘোড়াটি মন্ত্রমুগ্ধের মত পিছু-পিছু আসিতেছে।

BANGLADARSHAN.COM

তাহার পর দুইজনে মিলিয়া নাদুসনুদুসের কী সেবাটাই করিল ! সহিস তাহার একমাত্র কম্বলে তাহাকে ঢাকিয়া দিয়া শীত ভোগ করিতে লাগিল।

তরুণী তখন কহিল–"প্রিয়তম, তুমি সহিস নও, তুমি দেবতা।"

কম্বলের ভিতর হইতে নাদুসনুদুস বলিল –"ঠিকই বলিয়াছ। কিন্তু এখন ঘুমাও।"

ঘুমাইতে ঘুমাইতে তরুণী স্বপ্ন দেখিতেছিল। তাহার মা যেন বলিতেছেন –"বৎসে, তুমি যোগ্যতমকেই বিবাহ কর–ইহাই আমার পুনশ্চ ইচ্ছা।"

ঘুম ভাঙিয়া দেখিল, সম্মুখে বৃক্ষশাখায় একজোড়া কপোত-কপোতী চঞ্চুচুম্বন করিতেছে। পাশ ফিরিয়া দেখিল, নাদুসনুদুস জাগিয়া বসিয়া আছে। নাদুসনুদুস আবেগভরে কহিল –"দেখ, তুমি এই সহিসেরই উপযুক্ত। আমাকে এখন কেবল নদীটা পার করিয়া দাও। ঈশ্বর তোমাদের সুখী করুন।"

তরুণী কহিল–"ধন্যবাদ। আপনাকে উনি নিশ্চয়ই নদী পার করিয়া দিবেন। ওঁকে জাগান।"

নাদুসনুদুস দেখিল, অদূরেই সহিস অঘোরে ঘুমাইতেছে। ডাকিল, সাড়া নাই। ঠেলিল, সাড়া নাই। সহিস জ্বরে অচৈতন্য।

তখন সে অগত্যা একাই পাহাড় হইতে নামিতে লাগিল। কাপড় তখনও ভিজা, সর্বাঙ্গে কাদা, মুখে নিরাশা।

হতাশ-প্রণয়ী নাদুসনুদুসের সে কি করুণ অবরোহণ !

সিনেমা শেষ হইয়া গেল। পথ চলিতে চলিতে বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল। কি আর করি ! অগত্যা পোড়া বিড়িটা কান হইতে নামাইয়া ধরাইয়া ফেলিলাম।

BANGLADARSHAN.COM